প্রাথমিকের টেট-এ বসার দাবিতে বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর ঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের গাফিলতির কারণেই তাঁরা এবার প্রাথমিকের টেট-এ বসতে পারছেন না। পর্ষদের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে ১২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কোচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল করলেন ডিএলএড প্রশিক্ষণরত শতাধিক ছাত্রছাত্রী। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবি – অবিলম্বে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার ব্যবস্থা না করা হলে কোচবিহারে জেলাশাসকের দপ্তরে আমরণ অনশন আন্দোলন শুরু করবেন তাঁরা। পাশাপাশি, বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করে কোচবিহারকে অচল করে দেবেন তাঁরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন কল্যাণী পোদ্দার বলেন, গাফিলতির কোনো বিষয় নেই। পর্ষদের তরফে সঠিক সময়েই তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তাছাড়া টেট-এ কারা বসতে পারবে, না পারবে সে বিষয়ে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আগেই সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এরপরে এবিষয়ে তাঁদের আর কিছু বলার নেই।

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, এনসিটিই অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশনের অধীনে ২০১৫ সাল থেকে তাঁরা ডিএলএড কোর্স করছেন। কোচবিহারের ট্যাঙনমারি, নিগমনগর, মেখলিগঞ্জ সহ জেলার বিভিন্ন কলেজ ছাড়াও রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া নানা কলেজে জেলার প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী এই কোর্স করছেন। তাঁরা এনসিটিই-র সমস্ত গাইডলাইন মেনে ২০১৫ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে দুই বছরের এই কোর্স করছেন। বিভিন্ন কলেজে তাঁরা এই প্রশিক্ষণ নিলেও পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব ও রেজাল্ট দেওয়া সবকিছু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্ব। তাঁরা বলেন, ২০১৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই তাঁদের সমস্ত কোর্স সম্পূর্ণ হয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়ার কথা। অথচ ইতিমধ্যেই ২ বছর ৪ মাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁদের শুধুমাত্র প্রথম বর্ষের পরীক্ষা হয়েছে, যার রেজাল্ট এখনও তাঁরা হাতে পাননি। পর্ষদের গাফিলতির কারণে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা এখনও নেওয়া হয়নি। অথচ কলেজগুলি তাঁদের পঠনপাঠন সংক্রান্ত রিলিজও দিয়ে দিয়েছে। এতে তাঁদের বা কলেজের কোনো দোষ নেই। সমস্ত কিছু পর্ষদের গাফিলতির কারণেই হচ্ছে। আর পর্ষদের সেই গাফিলতির কারণে তাঁরা এবারের টেট-এ বসতে পারছেন না। পাশাপাশি তাঁদের আরও দাবি, অবিলম্বে তাঁদের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা নিয়ে দ্রুত রেজাল্ট দিতে হবে। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা হুমকি দিয়েছেন, তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা খুব শীঘ্রই জেলাশাসকের দপ্তরে আমরণ অনশনে বসবেন। দাবি আদায়ে এদিন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভও দেখান তাঁরা।

এসজেডিএ-র জমি দখল করে বিক্রি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ পুলিশ কমিশনারেট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তপল্লি এলাকায় দেদার বিক্রি হচ্ছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বিঘার পর বিঘা জমি। ভুয়ো নথি বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকায় সেইসব সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে একটি মাফিয়াচক্র। এলাকায় মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়েছে যে প্রতিবাদ করায় বুধবার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় একটি পার্টি অফিস ভেঙে দেয় জমি মাফিয়ারা। মাফিয়াদের ভয়ে মুখ খুলতে পারছেন না স্থানীয় সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্যও। তৃণমূল, সিপিএম সকলেরই অভিযোগ, বারবার বিষয়টি জানানো হয়েছে এসজেডিএ-কে। তবে তারপরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

ওই এলাকায় দীর্ঘদিন থেকেই সক্রিয় হয়েছে জমি মাফিয়াচক্র। ইতিমধ্যেই বহু সরকারি জমি দখল করে বিক্রি করে দিয়েছে তারা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফাঁকা পড়ে থাকা সরকারি জমিগুলিতে খুঁটি পুঁতে বা বেড়া দিয়ে দখল নেয় মাফিয়ারা। তারপর সেখানে তৈরি করা হয় অস্থায়ী ছাউনি। এরপর বাইরে থেকে লোক এনে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। দুই থেকে চার লক্ষ টাকা কাঠা হিসাবে বিক্রি হচ্ছে সুকান্তপল্লির সরকারি জমি। এলাকার রাধাগোবিন্দ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সেরকমই একটি সরকারি জমিতে অস্থায়ী ছাউনি তুলে দখল করে মাফিয়ারা। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা সেই কাজে বাধা দিলে গণ্ডগোল শুরু হয়। বুধবার দিনভর দফায় দফায় গণ্ডগোল হয় জমি মাফিয়াদের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকদের। রাতে তৃণমূলের দলীয় অফিসটি ভেঙে দেয় মাফিয়ারা।

সুকান্তপল্লি এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসটি ভাঙচুর করা হয়। - সংবাদচিত্র

তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি কৃষ্ণকান্ত বর্মন বলেন, দখলে বাধা দেওয়াতেই জমি মাফিয়ারা আমাদের পার্টি অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দুষ্কৃতীদের নামে আমরা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। দলের মাটিগাড়া-২ ব্লক সভাপতি খগেশ্বর রায় বলেন, সুকান্তপল্লিতে এসজেডিএ-র বিঘার পর বিঘা জমি মাফিয়ারা দখল করে নিচ্ছে। আমরা বারবার অভিযোগ জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা চাই সরকারি সমস্ত জমি দখলমুক্ত করতে কড়া হোক প্রশাসন। সিপিএমের স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজয়কৃষ্ণ দেবিশ্বাস বলেন, আমরা বহুবার এসজেডিএ সহ প্রশাসনের কর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। তবে আজ পর্যন্ত মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, জমি মাফিয়াদের সঙ্গে আপস করা হবে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেই জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

শিশু আলয় গড়তে বই ও খেলনা দিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন

জলপাইগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য বই ও খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয় বৃহস্পতিবার। জেলার তিন হাজার ৮২৯টি কেন্দ্রকে এদিন ছয় হাজার বই ও তিন হাজার খেলার সামগ্রী বিতরণের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক রচনা ভগত।

জানা গিয়েছে, জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের সুস্থ পরিবেশে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য শিশু আলয় তৈরি করা হচ্ছে। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের জেলা আধিকারিক পীযূষ সাহা জানান, এদিন জেলাশাসকের উপস্থিতিতে বই ও খেলনাগুলি ব্লক শিশু সুরক্ষা আধিকারিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া জেলা শহরের কোরক হোমেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং আপার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত আবাসিক কিশোরদের জন্য প্রায় দেড় হাজার বই আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের বই ও খেলনা কেন্দ্রের শিশুদের চিন্তন, মননের সুস্থ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে বলে পীযূষবাবু জানিয়েছেন।

অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমেধা প্রধান জানিয়েছেন, শীতেই জলপাইগুড়ি জেলায় বইমেলা হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বই প্রকাশনী সংস্থাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, তাদের সাধ্যমতো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের জন্য বই দিয়ে সাহায্য করার জন্য। কোরক হোম সুপার প্রণয় দে জানান, হোমের গ্রন্থাগারে কিছু বইপত্র আছে। তবে প্রশাসনের উদ্যোগে এই বইপত্র মেলায় আবাসিক কিশোরদের অনেক সুবিধা হবে। জেলাশাসক রচনা ভগত জানান, আইসিডিএস থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা জেলার সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই পৃথক পৃথক বুকস এবং টয়েস ব্যাংক গড়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। ব্লক এবং কেন্দ্রগুলিতেও চাইলে যে কেউ বই, খেলনা জমা দিতে পারেন।

প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ

জলপাইগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ প্রায় এক বছর পর জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের সার্বিকভাবে চিহ্নিতকরণের কাজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ আসেন প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের জন্য। জলপাইগুড়ি হাসপাতালপাড়ায় রাজ্য সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীন জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে এদিন একদিনের শিবির করা হয়। শুক্রবার মাল মহকুমার ওদলাবাড়িতে দ্বিতীয় ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হবে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে এবারই প্রথম গয়েরকাটার প্রধানপাড়ার জয়ন্তী সেন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে আসেন। জয়ন্তীদেবীর বড়ো মেয়ে অনুপমা সেন (২১) এবং ছোটো মেয়ে অনিন্দিতা সেন (১৯) দুজনেরই প্রতিবন্ধকতার জন্য পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোমর থেকে দুটি পা অসাড় হয়ে যাওয়ায় দুজনই আর হাঁটতে পারেন না। অনুপমা ষষ্ঠ শ্রেণি এবং অনিন্দিতা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় দুজনের এই ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা শুরু হয়। নিজেদের আর্থিক সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা করেও সুস্থ করা যায়নি। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসে সাহায্যের জন্য গিয়েও কিছুই মেলেনি। খবর পেয়ে এদিন দুই মেয়েকে জলপাইগুড়ি ক্যাম্পে এনেছেন প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের এবং হুইল চেয়ারের জন্য বলে জয়ন্তীদেবী জানান।

ট্রেনে বিঘ্ন

কোচবিহার, ১২ অক্টোবর ঃ পৃথক বোড়োল্যান্ডের দাবিতে শুক্রবার রেল রোকোর ডাক দিয়েছে অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আবসু) এবং অল কোচ-রাজবংশি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আক্রাসু)। যার জেরে এদিন বেশ কয়েকটি ট্রেনের সফরসূচি বাতিল করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। বাতিল হওয়া এই ট্রেনগুলি হল আলিপুরদুয়ার জংশন-লামডিং (আপ ও ডাউন) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, আলিপুরদুয়ার জংশন-কামাখ্যা (আপ ও ডাউন) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এনজেপি-রঙ্গিয়া জংশন (আপ ও ডাউন) প্যাসেঞ্জার, নিউ বঙ্গাইগাঁও-ফকিরাগ্রাম (আপ ও ডাউন) ডেমু এবং ধুবড়ি-কামাখ্যা প্যাসেঞ্জার। পাশাপাশি, এই কর্মসূচির জেরে বেশ কয়েকটি ট্রেনের সফরসূচিতে কিছু পরিবর্তনও আনা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৭৫৭১৮ ডাউন বামনহাট-নিউ কোচবিহার-এনজিপি ডেমু ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের দুঘণ্টা পর বামনহাট স্টেশন থেকে ছাড়বে। ১৪০৫৬ দিল্লি-ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র মেল যদি নির্ধারিত সময়ে চলাচল করে, তাহলে ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার অথবা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হবে। একইভাবে ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস সঠিক সময়ে চলাচল করলেও ট্রেনটিকে নিউ কোচবিহার অথবা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে আটকে দেওয়া হবে।

কর্মশালা

নাগরাকাটা, ১২ অক্টোবর ঃ শিশু সুরক্ষা নিয়ে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে একটি কর্মশালা আয়োজিত হল নাগরাকাটা ব্লকের অন্তর্গত সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে। পাশাপাশি, সিনি-র উদ্যোগে নাগরাকাটার ভগতপুর চা বাগানের বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের নিয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্যশিবির

বানারহাট, ১২ অক্টোবর ঃ পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার চামুর্চি বাজারে বিশেষ মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজিত হয়।

টাকা তোলার ঘটনায় রিপোর্ট জমা পড়ল পুলিশ কমিশনারের কাছে

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ ট্রাফিক গার্ডের দুই আধিকারিকের উপস্থিতিতে সিভিক ভলান্টিয়ারের লরি আটকে টাকা তোলা কাণ্ডে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ল পুলিশ কমিশনারের কাছে। মঙ্গলবারই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্তারা। ট্রাফিকের এসিপি (ইস্ট জোন) দেনদুপ শেরপা নিজে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। পুলিশ কমিশনার নীরজকুমার সিং জানিয়েছেন, তাঁর কাছে একটি রিপোর্ট জমা পড়েছে। পদ্ধতিগত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইনত যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সবকিছুই নেওয়া হবে।

বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত টাকা তোলা সংক্রান্ত খবর ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় কার্যত ভাইরাল হয়ে যায়। বহু ব্যক্তি ও গ্রুপ ওই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। আর সেখানে অনেকেই পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে হয়রানির নানা ঘটনার কথা তুলে ধরেন। স্যোশাল মিডিয়াতেও বহু মানুষ তাঁদের মন্তব্যে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। তাঁদের বক্তব্য, প্রকৃত দোষী ওই আধিকারিকরাই। অনিশ্চয়তার চাকরিতে থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররা চাকরি বাঁচাতেই টাকা তুলে আধিকারিকদের হাতে দেন। ফলে ধরা পড়লে দোষ হয় সিভিক ভলান্টিয়ারের আর পর্দার আড়ালে থাকা আসল অপরাধীরা অধরাই থেকে যান। ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ট্রাফিক আধিকারিকের কড়া শাস্তির দাবি উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছেন বিভাগীয় কর্তারা। বারবার এরকম ঘটনা সামনে আসায় পুলিশের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা আরও খারাপ হচ্ছে বলেই মনে করছেন পুলিশের অনেক কর্তাই। এক পুলিশ কর্তা বলেন, কয়েকজন পুলিশ অফিসার বা সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজে সার্বিকভাবে বদনাম হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক।

এই ড্রাগনের মুখ দিয়ে আগুন বেরোয় ? ওদলাবাড়িতে কালীপুজোর মণ্ডপসজ্জা দেখে বিস্মিত দুই খুদে। ছবি ঃ অনুপ সাহা

থিমের সঙ্গে সাবেকিয়ানার মেলবন্ধন নেতাজি সংঘের কালীপুজোয়

গয়েরকাটা, ১২ অক্টোবর ঃ থিমের সঙ্গে সাবেকিয়ানার মেলবন্ধনে এবারের কালীপুজোয় নজর কাড়তে প্রস্তুত ডুয়ার্সের আংরাভাসা সংলগ্ন ধীরেনদোকান এলাকার নেতাজি সংঘ এবং পাঠাগারের কালীপুজো। আংরাভাসা তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে এই কালীপুজোই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বলেই মনে করেন দর্শনার্থীরা। ক্লাবের পুজো এবার পড়তে চলেছে ৩৯তম বছরে।

উল্লেখ্য, দিন পনেরো আগে থেকেই ক্লাবকর্তাদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। এবার স্থানীয় ডেকোরেটর বানাচ্ছেন সুউচ্চ মণ্ডপ। অসমের বিষ্ণুমন্দিরের আদলে তৈরি করা হচ্ছে মণ্ডপ। ক্লাবকর্তারা জানান, এবার তাঁদের পুজোর বাজেট দুই লক্ষ টাকা। থিমের পাশাপাশি হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী কালী মায়ের আরাধনায় খামতি রাখা হবে না। প্রতিমা আনা হচ্ছে তেলিপাড়া থেকে। পুজোয় রয়েছে স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকবে আপামর দর্শনার্থীদের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে এই পুজোর আলোকসজ্জা।

পুজো প্রসঙ্গে ক্লাবের সম্পাদক ভজন সরকার এবং মূল উদ্যোক্তা শান্তনু দাস জানান, থিমের পাশাপাশি সাবেকিয়ানায় আমরা প্রতিবারই নজর দিয়ে আসি। সুসজ্জিত মণ্ডপ তৈরির পাশাপাশি দেবীর ভক্তিসহকারে আরাধনার প্রতিও আমাদের সমান নজর থাকে।

উত্তরকন্যায় নিরাপত্তা শিকেয়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর নবান্নে নিরাপত্তায় বজ্র আঁটুনি থাকলেও এখানে যেন প্রবেশ অবাধ। যে যেমন পারছে ঢুকছে বা ইচ্ছামতো বের হচ্ছে। রাজ্যের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসন বা পুলিশের কোনো হেলদোলই নেই। মুখ্যমন্ত্রী এলে অবশ্য নিরাপত্তায় কোনো খামতি থাকে না। প্রতিটি ধাপেই থাকে তল্লাশি। কিন্তু বাকি দিনগুলিতে কার্যত কোনো নিরাপত্তার বালাই নেই উত্তরকন্যায়। স্ক্যানার থেকে মেটাল ডিটেক্টর– সবই পড়ে থাকে অব্যবহৃত অবস্থায়। ফলে রাজ্যের মিনি সচিবালয়ের নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি তাঁর জানা নেই দাবি করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের আশ্বাস, এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফাঁকা পড়ে আছে ওয়াচ টাওয়ার।

মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যার গুরুত্ব কম নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন এখানে। রাজ্যের অন্য মন্ত্রীরাও এখানে প্রায়শই বৈঠক করেন। উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর রয়েছে। মিনি সচিবালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে ১৪টি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষী থাকার কথা। কিন্তু নজরমিনারগুলিতে সিসিটিভি থাকলেও নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়মিত দেখা যায় না। উত্তরকন্যার ভেতরে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথে রয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে কেনা একটি অত্যাধুনিক স্ক্যানার। কিন্তুবাস্তবে ওই স্ক্যানার এড়িয়েই প্রত্যেকে ভেতরে ঢুকছেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা জিনিস স্ক্যানারে পরীক্ষা করার মতো সেখানে কাউকে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি গেটে থাকা মেটাল ডিটেক্টরের সামনে কোনো নিরাপত্তাকর্মীকেও দেখা যায় না। অবশ্য মিনি সচিবালয়ের প্রধান গেটগুলিতে যে নিরাপত্তাকর্মীরা রয়েছেন, তাঁরা কিছুটা হলেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উত্তরকন্যার কয়েকজন কর্মীর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী না এলে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাই থাকে না। স্ক্যানার বা মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার নিয়ে তেমন কোনো কড়া নির্দেশ নেই। তবে পুলিশের টহলদারি ভ্যান সবসময়ই থাকে। তাই নিরাপত্তার দিক দিয়ে তেমন কোনো সংশয় নেই। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতেই মেশিনগুলি কেনা হয়েছে। তা ব্যবহার না হওয়ার কোনো কথা নয়। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

অবরোধের হুমকি

চোপড়া, ১২ অক্টোবর ঃ কাঁচা চা পাতার দাম নিয়ে এবার আন্দোলনে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান জানান, শুক্রবার চা পর্ষদের ইসলামপুরের আঞ্চলিক দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। ১৪ অক্টোবর চোপড়ার জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

প্রতিবাদ মিছিল ঃ বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের কাঁচাকালীতে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করল বিজেপি। স্থানীয় মণ্ডল কমিটির সভাপতি অসীম বর্মন জানান, সম্প্রতি মাঝিয়ালির চাদ্রাগছে দলীয় কর্মীর ওপর তৃণমূলি হামলার প্রতিবাদে এদিনের মিছিল।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

ডালখোলা, ১২ অক্টোবর ঃ বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক পরিবারের দুইজনের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ২ নম্বর সূর্যাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলাবাড়ি এলাকায়। ওই গ্রামের তাহা হুসেনের দুই ছেলে ইজহার আলম (১০) এবং মজ্জাম রেজা (৩)-কে বুধবার রাতে সাপে কামড়ালে বৃহস্পতিবার তাদের মৃত্যু হয়। তাহা হুসেন কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। যদিও পরিবারের লোকজন সাপে কামড়ানো দুই ভাইকে ওঝার কাছে ঝাড়ফুঁক করালেও তাদের বাঁচাতে পারেননি। বিধায়ক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসন এলাকায় কীটনাশক ছড়াতে গাফিলতি করায় প্রাণ হারাতে হল একই পরিবারের দুই ভাইকে।

চিকিৎসায় অনাস্থা, স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জি

আলিপুরদুয়ার, ১২ অক্টোবর ঃ রোগযন্ত্রণায় শয্যাশায়ী দুস্থ যুবক স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানালেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে। চরম অভাব অনটনে সরকার যদি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে তাহলে তাঁকে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক। এই মর্মে বুধবার বিধায়কের মোবাইলে এসএমএস করেন আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন চাপরেরপাড়-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীরঝাড় গ্রামের বাসিন্দা স্বপন পণ্ডিত। শুধু এসএমএস-ই নয়, তাঁর আবেদনে যাতে বিধায়ক এবং প্রশাসন সাড়া দেন সেই আর্জি নিয়ে বৃহস্পতিবার সাতসকালে বিধায়কের বাড়িতে হাজির হন স্বপন পণ্ডিত। তাঁর কথায়, 'এখন আমার চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। বাড়ির মুরগি বিক্রি করে সেই টাকায় একটি অটোরিকশা ভাড়া করে বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বিধায়ক বা প্রশাসন আমার এই অবস্থায় যদি কোনোরকম সাহায্য করতে না পারেন তাহলে আমি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিতে রাজি আছি।'

এদিকে, চণ্ডীরঝাড় গ্রামের এক দুস্থ যুবকের স্বেচ্ছামৃত্যুর আর্জিতে নড়েচড়ে বসেছেন সৌরভ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'যুবকটির পাঠানো এই ধরনের এসএমএস-এ আমি চমকে যাই। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকেও জানিয়েছি। এদিন যুবকটির যে করুণ কাহিনি শুনলাম তা খুবই দুঃখজনক। দুস্থ যুবকটির পরিবারের জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্পে একটি ঘর, একটি হাতে চালানো ট্রাইসাইকেল এবং বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করবার আশ্বাস দিয়েছি। তবে যুবকটি তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আর কোনোরকম চিকিৎসা করাতে আগ্রহী নয়। এই পরিস্থিতিতে আমি মানবিকভাবেই যুবকটির পাশে দাঁড়াব।' কী হয়েছিল যুবকটির ? কেন তিনি স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন জানালেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বপন পণ্ডিত বলেন, 'আমার বয়স তখন ৩০ বছর। ছয় বছর আগে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলাম। বাবার সঙ্গে দিনমজুরি এবং কৃষিকাজ করতাম। ২০১০ সালে আচমকা পায়ে টান পড়ে। হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ দেখাই। কোনো লাভ হয়নি। এরপর কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের নির্দেশে আমি মেরুদণ্ডের এমআরআই করি। ওই হাসপাতালের জনৈক নিউরো সার্জন ২০১০ সালে আমার অস্ত্রোপচার করেন। এরপর আমার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। হাঁটাচলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওষুধ খেয়ে চলেছি। বর্তমানে মা ও বাবা বৃদ্ধ এবং অসহায়। গ্রামে ছোটো ভাইয়ের একটি সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে। যে দু-পয়সা উপার্জন করে তা দিয়েই আমাদের গোটা সংসার চলছে। অপারেশনের ছয় বছর পরেও আমার ব্যথা কমেনি। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করে তা বেচে আমার ওষুধ কেনা হয়। প্রতিবন্ধী ভাতা পেতাম। গত দেড় বছর ধরে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিছানা থেকে নেমে যে একটু চলাফেরা করব তার জন্য একটি হুইলচেয়ারেরও ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি আর ভালো হব না জানি। যে চিকিৎসা বিভ্রাটের জেরে আজ আমার এই অবস্থা তার জন্য আমি কোনো চিকিৎসাও আর করতে চাই না। শুধু বিধায়ক ও প্রশাসন যদি আমাদের পরিবারকে একটু না দেখেন তাহলে গোটা পরিবারকে অনাহারে মরতে হবে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর আশ্বাস পেয়েছি। এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছি।'

সেনার আত্মত্যাগ নিয়ে গান

ধূপগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর আগেই মুক্তি পেতে চলেছে নাসরিনের গান। ভারত ও বাংলাদেশের শিল্পীদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে গানটি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ নিয়ে গান গেয়েছেন ধূপগুড়ির শিল্পী সুলতানা নাসরিন। এর আগেও তাঁর গাওয়া গান মুক্তি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গেও গানগুলি যথেষ্ট সুনাম করেছিল। এবার নতুন করে কালীপুজোর মুখে একটি গান মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর। জানা গিয়েছে, সংগীতটির পরিচালনা করেছেন কলকাতার একটি সংস্থা। নাসরিন বলেন, কালীপুজোর আগেই বাংলাদেশ থেকে মুক্তি পাবে গানটি। পরে ভারতেও গানটির প্রচারে নানা প্রোমোশন করা হবে। নাসরিন আরও বলেন, সেনাবাহিনী দেশের জন্য নানাভাবে আত্মত্যাগ করে থাকে। মূলত তাদেরকে উৎসর্গ করেই গানটি গাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের একটি সংস্থা গানটি মুক্তির পর তাদের চ্যানেলে প্রকাশ করবে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে, সুলতানা নাসরিনের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তাঁর মা জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম। তাঁর বাবাও সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত।

জ্বরের প্রকোপ, চাপ বাড়ছে মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ১২ অক্টোবর ঃ শুধু শিলিগুড়িই নয়, সারা উত্তরবঙ্গ জুড়েই জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে। মূলত ডুয়ার্সে দিন দিনই জ্বরে আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এর প্রভাব পড়ছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মতো মেডিকেলেও মেল মেডিসিন এবং ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গিজগিজ করছে। কোনো বেডে তিনজন, তো কোনো বেডে তার চেয়ে বেশি রোগীকে রাখা হয়েছে। আক্রান্তদের মেঝেতেও রাখতে হয়েছে। মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটা, বীরপাড়ার প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। কয়েকজন চিকিৎসকের বক্তব্য, পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য বলেন, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্ত রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে। রোগীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনই অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। আতঙ্কের জন্যই অনেকে বাড়িতে চিকিৎসা না করিয়ে হাসপাতালে ভরতি হচ্ছেন এবং এর ফলে চাপ বাড়ছে বলে চিকিৎসকদের অনেকে মনে করছেন।' এদিকে, এমন পরিস্থিতিতে বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসার দাবিতে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য ফের সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে পুনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজি-র বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক হয়ে উঠেছে। জেদাজেদির বিষয় নয়। অন্তত কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞদের আনা উচিত।' প্রসঙ্গত, বাইরের বিশেষজ্ঞদের আনা হচ্ছে না বলে বুধবারই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জানিয়েছিলেন। এখানকার চিকিৎসকদের ওপর যে তাঁর আস্থা আছে, সেটাও মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন।

ছটপুজো কমিটি

মেটেলি, ১২ অক্টোবর ঃ আপার মেটেলিতে ছটপুজো কমিটি গঠিত হল। মঙ্গলবার রাত্রে এক সভার মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি পদে উমা শা, সম্পাদক পদে সুরেশ ঠাকুর ও কোশাধ্যক্ষ পদে বিশাল ঠাকুর মনোনীত হয়েছেন।